মেহেরপুরে জেলা বিএনপি’র লিফলেট বিতরণ

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান কর্তৃক উপস্থাপিত রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের ৩১ দফা সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরতে ও লিফলেট বিতরণ করেছে মেহেরপুর জেলা বিএনপির।

জেলা বিএনপির সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসানের নেতৃত্বে বুধবার (৮ জানুয়ারি) বিকেলে চারটার দিকে শহরের ৩ ও ৪ নং ওয়ার্ডে লিফলেট বিতরণ করেন তারা।

এ সময় জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি আলমগীর খান ছাতু, হাফিজুর রহমান হাফি, জেলা বিএনপি সাবেক আইন বিষয়ক সম্পাদক ও পাবলিক প্রসিকিউটর আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসিম, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক রুমানা আহমেদ, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী মিজান মেনন, জেলা জাসাসের সদস্য সচিব বাকাবিল্লাহ, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক আজমল হোসেন মিন্টু, জেলা যুবদলের সাংগঠনিক সম্পাদক আসাদুল হক, সদর থানা যুবদলের সাবেক সভাপতি হাসিবুজ্জামান স্বপ্নন, জেলা জিয়া মঞ্চের আহবায়ক অ্যাডভোকেট নজরুল ইসলাম, সদস্য সচিব মনিরুল ইসলাম মনি, জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি নাহিদ মাহবুব সানি, আব্দুল লতিফ, মোশিউল আলম দিপু, নাহিদ আহম্মেদ, দবিরসহ বিএনপির স্থানীয় নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে পৌর বিএনপি’র মিছিল,পথসভা ও লিফলেট বিতরণ

“জনগণের সঙ্গে থাকুন, জনগণকে সঙ্গে রাখুন” বিএনপি’র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের এই স্লোগানকে সামনে রেখে মেহেরপুরে মিছিল,পথসভা ও লিফলেট বিতরণ করেছে পৌর বিএনপি।

বুধবার (৮ জানুয়ারি) বিকাল সাড়ে চারটার দিকে কেন্দ্রীয় বিএনপি’র

নির্বাহী সদস্য ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুনের নির্দেশে জেলা বিএনপি’র যুগ্ম আহ্বায়ক ও পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাসের নেতৃত্বে শহরের কাথুলী বাস স্ট্যান্ডের সামনে থেকে একটি মিছিল বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে পুরাতন বাস টার্মিনালে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে অনুষ্ঠিত পথসভায় বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক ও পৌর বিএনপি’র সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস।

তিনি বক্তেব্য বলেন, এখন হাইব্রিডদের মাথা গজিয়েছে। যারা দীর্ঘ ১৭ বছর রাজপথে লড়াই সংগ্রামে অংশ নেয়নি তারা আজকে নকল সোনা সেজেছে। অরজিনাল সোনা আজকে তাদের কোন মূল্যায়ন নেই। হাই হাইব্রিড পাতি নেতাদের কারণে আজ দেশে আওয়ামী লীগের দুষ্কৃতি কর্মীরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে।
তিনি আরো বলেন, এখন তাদের এমন ভাব হয়েছে যেন সরকার ক্ষমতায় এসেছে। আমরা বিরোধী দলে ছিলাম, এখনো বিরোধী দলে আছি। ক্ষমতার মালিক জনগণ, ক্ষমতার বড়াই দেখাবেন না। এই ক্ষমতা আর জনগণ পছন্দ করেনা।

পথসভা শেষে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের ৩১ দফার লিফলেট বিতরণ করা হয়। এসময় পৌর বিএনপি’র সাবেক সাধারণ সম্পাদক আনারুল ইসলাম কালু, জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ, জেলা শ্রমিকদলের সভাপতি আহসান হাবীব সোনা, সহ-সভাপতি হাজী ফজলু খান, হাবিব ইকবাল, আব্দুস সামাদ, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক কামরুজ্জামান বাবু, জেলা কৃষক দলের আহবায়ক মাহবুবুর রহমান, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাংগঠনিক সম্পাদক আহমেদ রাজিব খান, ছাত্রদলের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আবু হাসনাত আফরোজ সহ মেহেরপুর জেলা যুবদল,স্বেচ্ছাসেবক দল ও ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরের মনোহরপুর ৭ নং

ওয়ার্ডে সাধারণ সভা

মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের ৭ নং ওয়ার্ডে গ্রামবাসীর সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার (৭ জানুয়ারি) সন্ধ্যা ৬ টায় মনোহরপুর গ্রামে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

কুতুবপুর ইউনিয়ন আমীর ইমদাদুল হকের সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা আমীর মাওলানা তাজউদ্দীন খান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা আমীর সোহেল রানা।

সভাটি পরিচালনা করেন কুতুবপুর ইউনিয়নের সেক্রেটারি পারভেজ হোসাইনের সঞ্চালনায় এছাড়াও এসময় ৭ নং ওয়ার্ড ইউনিট সভাপতি মো. লুৎফর রহমান, ইউনিয়ন তদারকারী হাফেজ জাবিরুল ইসলাম এবং মেহেরপুর শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি রউফ মুকুল উপস্থিত ছিলেন

মেহেরপুরে জেলা বিএনপির পথসভা ও লিফলেট বিতরণ

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান কর্তৃক উপস্থাপিত রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের ৩১ দফা সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরতে পথসভা ও লিফলেট বিতরণ করেছে মেহেরপুর জেলা বিএনপি।

মঙ্গলবার (৭ জানুয়ারি) বিকেল ৪ টার দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলা আমদহ ইউনিয়নে জেলা বিএনপি’র আয়োজনে এ পথসভা ও লিফলেট বিতরণ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়।

কার্যক্রমের নেতৃত্ব দেন জেলা বিএনপি’র সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম, যুগ্ম আহ্বায়ক ফয়েজ মোহাম্মাদ ও যুগ্ন আহবায়ক আমিরুল ইসলাম।

এছাড়াও এসময় জেলা বিএনপির সাবেক সিনিয়ার সহ-সভাপতি ইলিয়াস হোসেন, সাবেক সহ-সভাপতি আলমগীর খান ছাতু, আনছা-উল -হক, হাফিজুর রহমান হাফি, জেলা বিএনপি সাবেক আইন বিষয়ক সম্পাদক ও পাবলিক

প্রসিকিউটর আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসিম, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক রুমানা আহমেদ, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী মিজান মেনন, জেলা জাসাসের সদস্য সচিব বাকাবিল্লাহ, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক আজমল হোসেন মিন্টু, জেলা যুবদলের সাংগঠনিক সম্পাদক আসাদুল হক, সদর থানা যুবদলের সাবেক সভাপতি হাসিবুজ্জামান স্বপ্নন, জেলা জিয়া মঞ্চের আহবায়ক অ্যাডভোকেট নজরুল ইসলাম, সদস্য সচিব মনিরুল ইসলাম মনি, জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি নাহিদ মাহবুব সানি, আব্দুল লতিফ, মোশিউল আলম দিপু, নাহিদ আহম্মেদ, দবিরসহ বিএনপির স্থানীয় নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

এসময় নেতারা সাধারণ মানুষের মাঝে লিফলেট বিতরণ করে তাদের সমর্থন কামনা করেন।

সাবেক মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের ছোট ভাই মৃদুল কারাগারে

জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন দোদুলের ছোট ভাই সহিদ সরফরাজ হোসেন মৃদুলকে কারাগারে প্রেরণ করেছে আদালত। মৃদুল সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রীর ভাই হওয়ার পাশাপাশি জেলা যুবলীগের যুগ্ন আহবায়ক পদধারী।

মঙ্গলবার সহিদ সরফরাজ হোসেন মৃদুল পৃথক দুটি মামলায় হাজিরা দিতে ছদ্মবেশে মেহেরপুর জেলা আদালত প্রাঙ্গনে আসে। বৈষম্য বিরোধী ছাত্রদের একজন তাকে চিনে ফেলাতে এ সময় বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতারা আদালত প্রাঙ্গণ সমবেত হয়।

ব্যবসায়িক পার্টনার দেবাশীষ বাগচীর দায়েরকৃত চেক ডিজ অনার মামলায় মেহেরপুরের যুগ্ন জেলা ও দায়রা জজ আদালত থেকে জামিন পেলেও, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সদস্যদের দায়ের করা সন্ত্রাস বিরোধী আইনের একটি মামলায় আত্মসমর্পণ করে জামিন আবেদন করলে সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ২য় আদালতের বিচারক জুয়েল রানা মৃদুলকে জেলা কারাগারের প্রেরণের নির্দেশ প্রদান করেন। যে মামলাটিতে মৃদুলকে কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছে সেটির বিবরণ থেকে

জানা গেছে, গত ৫ আগস্ট বৈষম বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শিক্ষার্থীরা শান্তিপূর্ণ সমাবেশে ছাত্রলীগের ৫০ থেকে ৬০ জন নেতাকর্মী দেশী ও বিদেশী অস্ত্র নিয়ে হামলা চালায়। এ ঘটনায় গত ২৮ শে আগস্ট বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শিক্ষার্থী রাশিদুল ইসলাম বাদী হয়ে জেলার সন্ত্রাসবিরোধী বিশেষ ট্রাইব্যুনাল ও জেলা জজ আদালতের বিচারক মন্জুরুল ইমামের আদালতে মামলাটি দায়ের করেন। আদালত আবেদনটি আমলে নিয়ে সদর থানাকে এজাহার এফআইআর এর নির্দেশ দেন।

পরবর্তীতে মামলাটি মেহেরপুর সদর থানায় নথিভুক্ত করা হয়। মামলা নং-২০, তারিখ ২৮/০৮/২৪ ধারা-সন্ত্রাস বিরোধী আইন ২০০৯ (সংশোধনী) ২০১২ এর ৬(২)/৭(৫)/৭(৬)(ক)/৭(৬)(খ)১০/১১/১২/১৩ এবং মেহেরপুর সদর থানার মামলা নং-০৬, তারিখ ১৯/০৮/২৪ ধারা- সন্ত্রাস বিরোধী আইন ২০০৯ (সংশোধনী) ২০১২ এর ৬(২)/৭(৫)/৭(৬)(খ)/১০/১১/১২/১৩।

সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের ছোট ভাই গ্রেপ্তার

ব্যবসায়িক পার্টনার দেবাশীষ বাগচীর দায়ের করা একটি চেক ডিজঅনার মামলায় জামিন আদালতে হাজিরা দিতে এসে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সদস্যদের দায়েরকৃত সন্ত্রাস বিরোধ আইনের একটি মামলায় গ্রেফতার হয়েছে সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের ছোট ভাই সহিদ সরফরাজ হোসেন মৃদুল।

মঙ্গলবার ৭ জানুয়ারি মেহেরপুর সদর থানার ওসি মেজবাহ উদ্দিনের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল মৃদুল কে আদালত প্রাঙ্গণ থেকে গ্রেপ্তার করে।

বিস্তারিত আসছে..

মেহেরপুরে বিএনপি’র মিছিল ও সমাবেশ

“সবার আগে বাংলাদেশ, জনগণের সঙ্গে থাকুন, জনগণকে সঙ্গে রাখুন” বিএনপি’র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের এই স্লোগানকে সামনে রেখে মেহেরপুরে মিছিল ও সমাবেশ করেছে পৌর, সদর উপজেলা ও মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি।

আজ রবিবার সকাল সাড়ে এগারোটার দিকে মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ প্রাঙ্গণ থেকে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি’র কেন্দ্রীয় নির্বাহী সদস্য ও মেহেরপুর ১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুনের নেতৃত্বে একটি মিছিল বের হয়ে পৌর শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিদ করে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সামনে গিয়ে শেষ হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র যুগ্ম আহবায়ক ও পৌর বিএনপি’র সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ, জেলা কৃষকদলের আহবায়ক মাহবুবুর রহমান, জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাভেদ সেনজিরসহ মেহেরপুর বিএনপি’র অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

এর আগে মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ প্রাঙ্গনে সমাবেশ করা হয়। সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন।
এসময় তিনি বক্তব্যে বলেন, ষড়যন্ত্র এখনো চলছে। মেহেরপুরে জেলা বিএনপির কমিটি নিয়ে কোনরকম ষড়যন্ত্রকে ছাড় দেওয়া হবে না। আপনারা বলেছেন ঘরে বসে কমিটি হবে, এখনই পদ পদবি বিক্রি করছেন। ঘরে বসে কোন কমিটি হবে না। কমিটি হবে প্রকাশ্যে শামসুজ্জোহা পার্কে, জনগণের সামনে। মানুষ উত্তর দেবে, মানুষ জেগেছে মানুষ জাগছে, জনগণের কথা হবে শেষ কথা।

গাংনীর মাটিতে কোনো অনুপ্রবেশকারীর জায়গা হবেনা- আসাদুজ্জামান বাবলু

গাংনী পৌর যুবদলের এক নম্বর (বাঁশবাড়িয়া) ওয়ার্ড যুবদলের সভাপতি আলমগীর হোসেন হত্যা মামলার আসামিদের ফাঁসি দাবী করে গাংনী উপজেলা শহরে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শনিবার (৪ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলুর নেতৃত্বে বিক্ষোভ মিছিলটি হাসপাতাল বাজার এলাকার দলীয় কার্যালয়ের সামনে থেকে শুরু হয়ে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে বড়বাজার এলাকা ঘুরে একই স্থানে এসে শেষ হয়।

সেখানে আয়োজিত প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু। এসময় উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা যুবদলের সহ-সাধারণ সম্পাদক মফিজুল ইসলাম, গাংনী পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক আহবায়ক শাজাহান সেলিম, মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি নাজমুল হোসাইন, গাংনী পৌর জাসাসের সাধারণ সম্পাদক সুলেরী আলভী, যুবদল নেতা সাহিবুল ইসলামসহ বিএনপি’র অন্যান্য নেতা কর্মীরা

প্রতিবাদ সমাবেশে আসাদুজ্জামান বাবলু বলেন, গাংনী পৌর যুবদলের এক নম্বর (বাঁশবাড়িয়া) ওয়ার্ডের সভাপতি আলমগীর হোসেনকে কুপিয়ে ও গলাকেটে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রত্যেকটা হত্যাকারীকে পুলিশ সনাক্ত ও তাদের গ্রেফতার করেছে। হত্যাকারীরা সবাই আওয়ামীলীগ থেকে বিএনপিতে অনুপ্রবেশকারী। আলমগীর হত্যা মামলার এক নম্বর আসামি ছিল নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের গুন্ডা ও সাবেক মেয়র আহমেদ আলীর বডিগার্ড। ২ নং আসামি রবিউল ইসলাম বিপ্লব ছিল ছাত্রলীগের ক্যাডার এবং গাংনী পৌরসভার সাবেক মেয়র যুবলীগ নেতা আশরাফুলের বডিগার্ড। এরা দুজনেই নিষিদ্ধ সন্ত্রাসী সংগঠণ পূর্ববাংলার সদস্য। এই সব অনুপ্রবেশকারীকে দলে ভিড়িয়ে বিএনপির সাধারণ কর্মীকে হত্যা করা হচ্ছে। যারা এইসব অনুপ্রবেশকারী

সন্ত্রাসীদের দলে ভিড়িয়েছে তাদেরও দৃষ্টান্তমুলক শাস্তির দাবি করছি।

বাবলু আরও বলেন, যুবদল নেতা আলমগীর হোসেন একজন নিরীহ মানুষ। তাকে শুধু দুই লক্ষ টাকার জন্য হত্যা করা হয়নি। এই হত্যাকান্ডের পেছনে অনেক রহস্য আছে। সেই রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য পুলিশ ও র্যাবকে অনুরোধ জানানো হচ্ছে। তিনি বলেন, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বারবার বলেছেন, আওয়ামীলীগ থেকে কোনো অনুপ্রবেশকারীর বিএনপিতে কোনো যায়গা হবেনা। তারেক রহমানের নির্দেশ মেনে চললে গাংনীর মাটিতে কোনো অনুপ্রবেশকারীর জায়গা হবেনা।

তিনি বলেন, জোড়পুকুরিয়া গ্রামের বিএনপি নেতা লাবলু হত্যা মামলার এক নম্বর আসামি বিস্কুট বর্তমান জেলা বিএনপির আহবায়ক মিল্টনের হাত ধরে বিএনপিতে অনুপ্রবেশ করেছেন। বিএনপিতে অনুপ্রবেশ করেই আবারও নতুন করে বিএনপির নেতাকর্মীদের উপর জুলুম, অত্যাচার, নির্যাতন শুরু করেছে। এর দাঁতভাঙ্গা জবাব দেওয়া হবে বলেও হুশিয়ারী দেন তিনি।

তিনি বলেন, নিষিদ্ধ ঘোষিত সন্ত্রাসী সংগঠণ ছাত্রলীগের জন্মদিন পালন উপলক্ষে পিকনিকের নামে ভাটপাড়া ডিসি ইকোপার্কে সার ব্যবসায়ীদের ব্যানারে মিটিং মিছিল করতে চেয়েছিল। বিএনপির নেতাকর্মীরা সেটি বাঞ্চাল করে দিয়েছেন।
যুবদল নেতা আলমগীর হত্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এই হত্যার সাথে কেউ জড়িত থাকলে সে যতবড় শক্তিশালী হোক না কেনো তাদের গ্রেফতার করতে হবে।

মেহেরপুর ছাত্রদলের প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ মিছিল

দেশের বিভিন্ন স্থানে নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল করেছে মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা।

শনিবার (৪ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় জেলা বিএনপির কার্যালয় থেকে একটি প্রতিবাদ মিছিল বের করা হয়। জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি নাহিদ মাহাবুব সানির নেতৃত্বে মিছিলটি শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে এসে সমাপ্ত হয়।

এ সময় তারা, “হই হই রই রই, ছাত্রলীগ গেলি কই?’, ‘অ্যাকশন, অ্যাকশন ডাইরেক্ট অ্যাকশন,’ ‘নিষিদ্ধ লীগের বিরুদ্ধে ডাইরেক্ট অ্যাকশন,’ ‘সন্ত্রাস লীগের বিরুদ্ধে ছাত্রদলের অ্যাকশন,” ছাত্রলীগের গুন্ডারা হুশিয়ার, সাবধান ইত্যাদি স্লোগান দেন।

জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি নাহিদ মাহাবুব সানি বলেন, আওয়ামী লীগের দোসররা বিভিন্ন ভাবে অরাজকতা করার চেষ্টা করছে। আমরা স্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই ছাত্রদল কিন্তু এখনো রাজপথে রয়েছে। আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীরা যদি ভেবে থাকে আমরা দমে গিয়েছি তাহলে তারা ভুল করছে। তিনি আরও বলেন, ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীদের বার্তা দিতে চাই, তারা যেন কোনভাবে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড না করার চেষ্টা করে। আমরা তাদের প্রতিহত করার জন্য রাজপথে ছিলাম, আছি এবং থাকবো।

প্রতিবাদ মিছিলে জেলা ছাত্রদলের সাবেক সহ সভাপতি ফিরোজুর রহমান ফিরোজ, সাংগঠনিক সম্পাদক সাইদ বিন রফিক সিজার, সরকারি কলেজ শাখার সাবেক সাধারণ সম্পাদক এহান উদ্দিন মনা, সাবেক ছাত্রনেতা মনি, জনি, সজল, চঞ্চল, মোমিন, পৌর ছাত্রনেতা ফুর্তি হাসান, সোহাগ, রকি,পৌর কলেজ শাখার ছাত্রনেতা সজিব, বাধন, ফারদিন, রাব্বি, বুড়িপোতা ইউনিয়ন ছাত্রনেতা সালমান, কুতুবপুর ইউনিয়ন ছাত্রনেতা জয়নাল, স্বাধীন, আমঝুপি ইউনিয়ন ছাত্রনেতা আশিক, সুইমসহ জেলা ছাত্রদলের বিভিন্ন ইউনিটের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্টিয়ায় জেলা জামায়াতের কর্মী সমাবেশে ডা. শফিকুর

রহমান

জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, সব ধর্মের সব বর্ণের মানুষ মিলেমিশে সমান অধিকারের ভিত্তিতে বসবাস করবে। সর্বক্ষেত্রে দেশাত্ববোধের মাধ্যমে দেশকে উন্নত করতে সচেষ্ট থাকবে।

তিনি বলেন, জনগণ একটি পরিবর্তনের জন্য জীবন দিয়েছে। তারা ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য বৈষম্য দূর করার জন্য জীবন দিয়েছে। অথচ সমাজ বৈষম্যে পরিপূর্ণ হয়ে আছে। বিগত ১৭ বছরের জঞ্জালের একটিও এখনো যায়নি। কিন্তু কেন? স্বৈরাচার তো পালিয়ে গেছে। কিন্তু আমরা কেন মুক্ত হতে পারলাম না। এর জবাব ১৮ কোটি মানুষের সামনে আছে।

আজ শনিবার (৪ জানুয়ারি) সকালে কুষ্টিয়া সরকারী কলেজ মাঠে জেলা জামায়াতের কর্মী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।

তিনি বলেন, আমাদের ৩৫ হাজারের মতো সন্তান জীবনের তরে পঙ্গু হয়ে গিয়েছে, ৫শর উপরে দুটি চোখ হারিয়ে অন্ধ হয়ে গিয়েছে তারা এ বিশ্বের সৌন্দর্য আর চোখে দেখতে পারবে না। মায়ের মুখটা সন্তানের মুখ কিবাং প্রিয়তম স্ত্রীর মুখটাও আর চোখে দেখতে পারবে না। তাদের চোরেখর আলো নিভে গেছে।ন সাড়ে সাতশোর মতো এক চোখ অন্ধ হয়ে গেছে। কয়েকশ সন্তান মেরুদ্ন্ড অকেজো হয়ে গেছে যাদের পিঠে গুলি লেগেছিলো। কয়েক হাজার হয় হাত নয়তোবা পা হারিয়েছে। এতোগুলো মানুষের প্রতি লাল রক্তের প্রতি গাদ্দারী করা চলবে না। এ রক্তের আমানত রক্ষা করতে হবে এবং সম্মান দেখাতে হবে বলেও জানান তিনি।

দেশের পরবর্তী প্রজন্ম ও ছাত্রসমাজের উদ্দেশে তিনি বলেন, আমরা ছাত্র সমাজকে কথা দিচ্ছি এমন শিক্ষা ব্যবস্থা হবে, তোমাদের কাগজের টু্করো নিয়ে দৌড়াতে হবে ন। লেখাপড়া শেষ করেই নিশ্চিত কর্মে যোগদানের ব্যবস্থা করা হবে।

আমাদের দল দখলবাজি-চাঁদাবাজি করে না উল্লেখ করে জামায়োতের এই আমির বলেন, জামায়াত ক্ষমতায় গেলে চাঁদাবাজ ও দুর্নীতিমুক্ত দেশ গড়া হবে। দেশে দখলবাজি ও চাঁদাবাজি চলবে না। দখলবাজ, চাঁদাবাজমুক্ত দেশ গড়তে নেতা-কর্মীদের ত্যাগ স্বীকার করতে হবে।

দখলদারমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে সিন্ডিকেট ভেঙে দিতে হবে। আমাদের দল দখলবাজি-চাঁদাবাজি করে না।

জেলা জামায়াতের আমির অধ্যাপক মাওলানা আবুল হাশেমের সভাপতিত্বে এবং জেলা সেক্রেটারি অধ্যাপক সুজাউদ্দিন জোয়ার্দারের সঞ্চালনায় এ সময় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য যশোর অঞ্চল পরিচালক মো. মোবারক হোসেন, কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের সদস্য রাজশাহী অঞ্চল পরিচালক অধ্যক্ষ মো. শাহাবুদ্দিন, আল্লামা সাঈদী ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান আল্লামা শামীম সাঈদী, জামায়াতের মজলিশে শূরা সদস্য অধ্যাপক ফরহাদ হোসেন প্রমুখ।

শীতের কুয়াশাভেদ করে সকাল থেকেই জেলার বিভিন্ন উপজেলা থেকে নেতা–কর্মীরা ব্যানার, ফেস্টুন ও প্ল্যাকার্ড নিয়ে কর্মী সম্মেলনে যোগ দেন।